প্রবাসেও কেন বাঙালী দূর্গাপূজো করে ?

- অভ্ররাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন কথা হচ্ছিল সুদূর Finland এ আমার এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে । খুব বিস্তারিত ভাবে ওকে জানাচ্ছিলাম (মানে showing off আর কি?) আমাদের *ভারতী* র দূর্গাপূজোর প্রস্তুতির কথা । আশা করছিলাম যে ও একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে 'তোরা কত ভাগ্যবান ! Bangkok এ কত বাঙালী আর কি সুন্দর তোরা আনন্দ করবি পূজোরসময় !!' তার বদলে ২ মিনিট শোনার পর দাদা গম্ভীরভাবে বলে উঠল 'হ্যাঁ তোরা তো একটু late-এ প্রস্তুতি শুরু করেছিস ..... আমাদের FBA (Finland Bengali Association, Helsinki শাখা) গত May মাস থেকেই পূজোর নির্ঘন্ট তৈরী করে ফেলেছে আর পূজোর একাঙ্ক নাটক 'মমির পাঞ্জা' প্রায় ready !'

অবাক কান্ড !! শেষে সুদূর বরফে ঢাকা উত্তর মেরুর কাছেও মা দূর্গার আগমনবার্ত্তা রটে গিয়েছে ! জয় মা দূর্গা ! তোমার লীলা বোঝার সাধ্য কি আমার আছে ?

আজকাল পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে বঙ্গসন্তানের সাথেই কথা হোক না কেন - সে কলকাতাই হোক, দিল্লীই হোক অথবা হোক না কেন সুদূর মরুভূমির দেশ আরব অথবা Birmingham, UK বা New York, USA --- সবার মুখেই এক কথা - পূজো আসছে ....এবার পূজোয় .....ইত্যাদি ..... ইত্যাদি ।যে কোনো পেপার, যে কোনো আর্থিক অবস্থার, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের বাঙালীর মনে আজ লেগেছে দোলা - পূজার আনন্দের দোলা । আর বাঙালী বোধহয় নিজের মনেই গান গেয়ে উঠছে 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে.....গাছে গাছে পাখি ডাকে ....কত শোভা চারিপাশে .....।।'

কিন্তু কি করে এরকম হয় ? কি করে বছরের পর বছর যুগযুগান্ত ধরে প্রতিটা বছর পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালী একই ছন্দে, একই ভাবে একই সময়ে মেতে ওঠে পূজোর আনন্দে ? কি করে সুদূর প্রবাসেও বাঙালী সব কিছু ভুলে একইসাথে মিলেমিশে দূর্গাপূজো পালন করে ? কি সেই প্রবল দৈববল ?

বহুদিন থেকেই উত্তর খুঁজছিলাম মনে মনে । হঠাৎ সেদিন উত্তর মিলল - আমার ছ'বছরের পুত্রের সাথে বসে দেখছিলাম RAY CLASSIC **গুপিগায়েন বাঘা বায়েন** ।

ভূতের রাজা যখন তিনটি বর দিতে চাইলেন গুপিবাঘাকে, তখন ভেবে দেখুন তো - ওরা অনেককিছুই তো চাইতে পারত ? কিন্ত না । কি চাইল তারা - না আমরা যেন 'ভালো খেতে পারি, ভালো পড়তে পারি আর ভালো ঘুরতে পারি '।

আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষনে ভাবছেন যে এর সাথে দূর্গাপূজোর কি সম্বন্ধ ? 'হুজুর গোস্তাখি মাফ'! আসুন গুপিবাঘার মুখ দিয়ে বাঙালীর চিরন্তন ইচ্ছাপ্রকাশকে আরেকটু বিশ্লেষণ করে দেখি ।

বোধহয় বাঙালীর চিরন্তন প্রাণের গোপন ইচ্ছাটাই প্রকাশ হয়েছিল সেদিন গুপিবাঘার মুখ থেকে । একবার তার সাথে ভালো করে ভেবে দেখুন তো পূজোর প্রস্তুতির প্রধান topic-গুলোকেও ।

বেশির ভাগ দিনগুলিই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে পূজোর চারদিন কি কি মেনু হবে, বা মহিলাদের মধ্যে পূজোর চারদিন কি কি শাড়ি আর গয়না পরা হবে, আর বঙ্গদেশের বাঙালীর মধ্যে - এবার পূজোতে কোথায় ঘুরতে যাওয়া হবে ।

তাইতো মা দূর্গাকে আগমন করার সাথে সাথে সুদূর প্রবাসে বাঙালী মিটিয়ে নেয় সারা বছরের ভালো পরার ও ভালো খাওয়ার ইচ্ছাটাকে । আর কেউ কেউ অজানাকে জানার ইচ্ছাকে ।
আর কি করে প্রবাসে বাঙালী পূজোর সময় ? Other all time favourites-এর মধ্যে রয়েছে বাঙালীর আড্ডা । কুলীন বঙ্গসন্তান মাত্রই জানেন যে বাঙালীর আড্ডার কোনো বিষয়বস্তু লাগে না। পৃথিবীর যে কোনো topic-এর ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে পারে বাঙালীর আলোচনা ও সমালোচনা ।

সে East Timor-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই হোক অথবা হোক না কেন President George Bush-এর প্রিয় জাপানি খাদ্যবস্তু - সব বিষয়ের ওপর বাঙালী মতামত দান করতে পারে । পূজোর চারদিন এনে দেয় প্রবাসী বাঙালীকে সেই নির্ভেজাল উদ্দেশ্যহীন আড্ডার সুযোগ ।

আর বাঙালী মাত্রই creative & original । এমন বাঙালী পাওয়া যাবে না যার কোনো না কোনো creative talent নেই ।

দূর্গাপূজোর উৎসবমাখা দিনগুলি বাঙালীকে এনে দেয় সেই দুর্দান্ত সুযোগ । লেখার মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে , আবৃত্তির দৌলতে অথবা ছোটদের বসে আঁকা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাঙালী জানায় মা সরস্বতীকে প্রণাম । তাইতো cultural evenings-এর ওপর এতো জোর দেওয়া হয় পূজোর মন্ডপে মন্ডপে ।

তাই কল্যাণময়ী মা দূর্গাকে করজোড়ে আগমন করার সাথে সাথে, ধুনুচি নৃত্যর তালে তালে বাঙালী বলে ওঠে - 'মাগো আসছে বছর আবার এসো এমনি করে'। সারা বছরের ভালো করে আড্ডা দেওয়া , ভালো পোশাক পড়া, সাজগোজ করা, ভালো বাঙালী খাবার খাওয়ার ইচ্ছাটাকে প্রবাসী বাঙালী প্রাণভরে মিটিয়ে নেয় ওই চারটি দিনে ।

এইগুলিই বোধহয় প্রকৃত কারণ যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালীকে মাতিয়ে তোলে প্রত্যেক পূজোর সময়, আর ভবিষ্যতেও মাতিয়ে তুলবে এই অনাবিল আনন্দে!!